বাল্মীকি রামায়ণ

সারানুবাদ

রাজশেখর বসু

ঐতিহ্য

ভূমিকা

বাল্মীকি আদিকবি এবং তাঁর *রামায়ণ* আদি মহাকাব্য, এই প্রসিদ্ধি আছে। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন, প্রচলিত গ্রন্থের সবটা একজনের বা এক সময়ের রচনা নয়। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দে মূল গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তার সঙ্গে অনেক অংশ পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন উত্তরকাণ্ড। প্রক্ষিপ্ত যতই থাকুক তা-ও বহুকাল পূর্বে মূলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং সমগ্র রচনাই এখন বাল্মীকির নামে চলে।

ভারতীয় কবিগণনায় প্রথমেই বাল্মীকির স্থান, কিন্তু তাঁর *রামায়ণ* এত বড় যে মূল বা অনুবাদ সমগ্র পড়বার উৎসাহ অতি অল্প লোকেরই হয়। এই পুস্তক বাল্মীকি-রামায়ণের বাংলা সারসংকলন, কিন্তু সংক্ষেপের প্রয়োজনে এতে কোনও মুখ্য বিষয় বাদ দেওয়া হয়নি। বাল্মীকির রচনায় কাব্যরসের অভাব নেই, প্রাচীন সমাজচিত্র, নিসর্গবর্ণনা এবং কৌতুকাবহ প্রসঙ্গও অনেক আছে যা কৃত্তিবাসাদির গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই সংকলনে বাল্মীকির বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বজায় রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তাঁর রচনার সঙ্গে পাঠকের কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ পরিচয় হবে। এই আকাঙ্ক্ষায় স্থানে স্থানে নমুনা স্বরূপ মূল শ্লোক স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদসহ দেওয়া হয়েছে। পাঠকের যদি রুচি না হয় তবে পড়বার সময় উদ্ধৃত শ্লোকগুলো অগ্রাহ্য করতে পারেন।

রামায়ণে সত্য ঘটনা কতটুকু আছে, রূপক বা nature myth কতটুকু আছে, *রামায়ণ*-কার বাল্মীকি বাস্তবিকই রামের সমকালীন কি না—এইসব আলোচনা এই ভূমিকার অধিকারবহির্ভূত। কেবল একটি বিষয় লক্ষণীয়— ভারতীয় সাহিত্যে রামবিষয়ক কথা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলোর আখ্যানভাগ সর্বাংশে সমান নয়। *মহাভারতের* আদিপর্বে একটি শ্লোক আছে—

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি ॥

অর্থাৎ, কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন। এই উক্তিটি *রামায়ণ* সম্বন্ধেও খাটে। রামবিষয়ক গাথা ও জনশ্রুতি অতি প্রাচীন যুগ থেকে প্রচলিত ছিল, তাই অবলম্বন করে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন কবি নিজের রুচি অনুসারে আখ্যান রচনা করেছেন এবং পূর্ববর্তী রচয়িতার সাহায্যও নিয়েছেন। এই কারণে মহাভারত-

পুরাণাদিতে বর্ণিত আখ্যান বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে সর্বত্র মেলে না। কৃত্তিবাস তুলসীদাস প্রভৃতি কবিরা বাল্মীকির যথাযথ অনুসরণ করেননি, আখ্যানের অনেক অংশ পুরাণাদি থেকে নিয়েছেন। বাল্মীকি রামকে বিষ্ণুর অবতার বললেও তাঁকে সুখদুঃখাধীন মানুষ রূপেই চিত্রিত করেছেন, কিন্তু কৃত্তিবাসাদি রামচরিত্রে প্রচুর ঐশ লক্ষণ জুড়ে দিয়েছেন।

পুরাণকথার একটি মোহিনী শক্তি আছে। যদি নিপুণ রচয়িতার মুখ বা লেখনী থেকে নির্গত হয় তবে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলকেই মুগ্ধ করতে পারে। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তার ত্রুটি আমরা সহজেই মার্জনা করি। শিশু যেমন রূপকথার অবিশ্বাস্য ব্যাপার মেনে নিয়ে গল্প শোনে, আমরাও সেইরূপ পৌরাণিক অতিশয়োক্তি ও অসঙ্গতি মেনে নিয়ে প্রাচীন সাহিত্য উপভোগ করতে পারি। এর জন্য ধর্মবিশ্বাস বা পূর্বসংস্কার একান্ত আবশ্যক নয়, উদার পাঠক সর্বদেশের পুরাণই সমদৃষ্টিতে পাঠ করতে পারেন। বাল্মীকির গ্রন্থে রূপকথা ও আরব্য উপন্যাসের তুল্য বিচিত্র অতিপ্রাকৃত বর্ণনা অনেক আছে, কাব্যরসও প্রচুর আছে, কিন্তু এর আখ্যানভাগই সাধারণ পাঠকের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। বাল্মীকিকথিত এই অতি প্রাচীন আখ্যান কোনও আধুনিক উপন্যাসের চেয়ে কম মনোহর নয়।

তথাপি মনে রাখা আবশ্যক, আমরা যে সংস্কার নিয়ে আধুনিক ঘটনা বা উপন্যাস বিচার করি তা নিয়ে *রামায়ণ*বিচার চলবে না। বাল্মীকি তৎকাল-প্রচলিত কথারচনার রীতি ও নৈতিক আদর্শ অনুসারে নায়কনায়িকাদির চরিত্র বিবৃত করেছেন। রামের পত্নীত্যাগ ও রাজ্যরক্ষা, এবং অষ্টম এডোআর্ডের রাজ্যত্যাগ ও পত্নীবরণ— এই দুই ব্যাপারের ন্যায়-অন্যায় একই সামাজিক অবস্থা ও ধর্মনীতি অনুসারে বিচার করলে প্রচণ্ড মূঢ়তা হবে। যাঁর পিতার তিনশো পঞ্চাশ পত্নী সেই রাম চিরকাল এক ভার্যায় অনুরক্ত রইলেন— পুরুষের একনিষ্ঠতার এই আদর্শ সেকালের পক্ষে কত বড় তা আমাদের আধুনিক বুদ্ধিতে ধারণা করা অতি কঠিন। ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ দশরথকে মারতে চেয়েছেন, কৌশল্যারও তাতে বিশেষ আপত্তি নেই; হীন সন্দেহের বশে সীতা লক্ষ্মণকে নির্মম ভর্ৎসনা করেছেন, ultimatum না দিয়েই রাম বালীকে আড়াল থেকে বধ করেছেন; রাবণবধের পর রাম অত্যন্ত কটু ভাষায় সীতাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, দ্বিজাতির অধিকার রক্ষার জন্য শূদ্রতপস্বী শম্বুককে হত্যা করেছেন— অতীতকালের অতি প্রাচীন সমাজের এইসব ঘটনার বা কবিকল্পনার নিরপেক্ষ বিচার করতে পারি এমন দেশকালজ্ঞ আমরা নই। আমাদের সৌভাগ্য, আধুনিক সংস্কারের পীড়াকর কথা রামায়ণে বেশি নেই, এমন কথাই বেশি আছে যা সর্বকালে উপাদেয় অনবদ্য ও হিতকর। দশরথের তীব্র পুত্রস্নেহ, রামের প্রতি অযোধ্যাবাসীর গভীর অনুরাগ, নিষাদরাজ গুহের সহৃদয়তা, অরণ্যভূমির মনোহর বর্ণনা, বানরবীরগণের নিঃস্বার্থ কর্মচেষ্টা, বাল্মীকির কারুণ্য, সীতার অপরিসীম মাধুর্য সারল্য ও মহত্ত্ব, রামের গাম্ভীর্য সত্যনিষ্ঠা উদারতা ও দারুণ কর্তব্যবুদ্ধি— এই সমস্ত মিলে পাঠকের মনকে শুধু রসাবিষ্ট করে না, প্রসারিত এবং উত্তোলিতও করে।

বাল্মীকির গ্রন্থে কৌতূহলজনক বিষয় অনেক আছে, যেমন অযোধ্যায় পুরনারীদের জন্য নাট্যশালা ছিল; কৌশল্যা নিজে অশ্বমেধের ঘোড়া কেটেছিলেন; দশরথ মোটা বেতন দিয়ে চিকিৎসক পুষতেন; বনবাসী রাম-লক্ষ্মণ ইউরোপীয় শিকারিদের মতোই প্রচুর মাংস খেতেন; রামের আমলেও রাজ্যলোভে পিতৃহত্যা ভ্রাতৃহত্যা হত; মহর্ষি জাবালি অবস্থা বুঝে নাস্তিক বা আস্তিক হতেন; হনুমান খাঁটি সংস্কৃত বলতে পারতেন; হ্যামলেটের সঙ্গে অঙ্গদের অবস্থাগত ঈষৎ মিল দেখা যায়, দুজনেরই পিতৃব্যের ওপর আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল, দু ক্ষেত্রেই যিনি পিতৃব্য তিনিই বিপিতা, দু জনেরই আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়েছিল; লঙ্কায় ব্রহ্মরাক্ষস অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রাক্ষস ছিল; বিভীষণ বিপক্ষে গেলেও তাঁর পত্নী সরমা রাবণের আশ্রয়ে স্বচ্ছন্দে বাস করতেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস ও কৌতুকচিত্র বিরল, কিন্তু *রামায়ণে* নিতান্ত অভাব নেই, যেমন, ভরদ্বাজ-আশ্রমে ভরত-সৈন্যদের ফুর্তি; ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের সঙ্গে সুরাপানে মত্তা তারার আলাপ; রাবণের অন্তঃপুরে নিদ্রামগ্না মন্দোদরীকে দেখে সীতা মনে করে হনুমানের আনন্দ; মধুবনে হনুমানের প্রশ্রয়ে অঙ্গদ ও বানরসেনার উপদ্রব; কুলপতি বা মঠস্বামীদের প্রতি বিদ্রূপ।

রামায়ণ-পাঠে কয়েক স্থলে আমাদের জিজ্ঞাসা অতৃপ্ত রয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে ঊর্মিলার কথা বলেছেন। ভরতের সঙ্গে কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকেয়ী চিত্রকূটে গিয়েছিলেন, তাঁরা কি ঊর্মিলাকে নিয়ে যাননি? কৈকেয়ী কী করতে গিয়েছিলেন? তিনি তো অনুতাপসূচক একটা কথাও রামকে বলেননি। বনপর্যটনের সময় অস্ত্রশস্ত্র, পেটিকা আর সীতার চোদ্দ বৎসরের কাপড়চোপড় কি লক্ষ্মণ একাই বইতেন? হনুমানের পত্নী ছিল? সীতানির্বাসনের পর দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরে অশ্বমেধ যজ্ঞের সভায় রাম সীতাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হলেন; কুশ-লবকে দেখেই কি তাঁর এই মানসিক বিপ্লব হয়েছিল? পুত্রজন্মের সংবাদ কি তিনি পূর্বে পাননি?

রাবণ কেন সীতাকে হরণ করেছিলেন? এর সোজা উত্তর— বলবান লম্পট চিরকাল যা করে থাকে রাবণও তাই করেছেন। কিন্তু অনেকে গূঢ় কারণ না পেলে তুষ্ট হন না। উত্তরকাণ্ডে কতকগুলো সর্গ আছে যা প্রক্ষিপ্ত বলে গণ্য হয়। তার এক স্থানে (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে) অগস্ত্য রামকে বলেছেন যে, মহাসমরে হরিকে লাভ করবার জন্যই রাবণ সীতাহরণ করেছিলেন। কৃত্তিবাসের রাবণও প্রচ্ছন্ন রামভক্ত।

রবীন্দ্রনাথ *রামায়ণ* প্রসঙ্গে লিখেছেন— '*রামায়ণ-মহাভারতের* যে সমালোচনা তাহা অন্য সমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষ্মণের চরিত্র আমার ভালো লাগে কি মন্দ লাগে, এই আলোচনাই যথেষ্ট নয়। শুদ্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে।'

সমস্ত ভারতবর্ষ রামচরিত্রকে লোকোত্তর রূপেই গ্রহণ করেছে তাতে সন্দেহ নেই, নতুবা রাম প্রজানুরঞ্জক ধর্মনিষ্ঠ নরপতি, করুণাময়, পতিতপাবন প্রভৃতি আখ্যা পেতেন না, আদর্শ রাজ্যের নাম রামরাজ্য হত না। রামায়ণের লক্ষ লক্ষ পাঠক ও

শ্রোতা রামচরিত্রের ত্রুটি বা অসঙ্গতি গ্রাহ্য করেনি, আখ্যানকার রামের যে প্রশস্তি করেছেন তা-ই ভক্তিভরে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বাল্মীকির *রামায়ণ* মুখ্যত কাব্যগ্রন্থ, পুরাণ বা ভক্তিশাস্ত্র নয়, সে জন্য আমরা তার রস গ্রহণের সময় বিচারবুদ্ধি একবারে দমন করতে পারি না। একটা প্রশ্ন আমাদের মনে *ঠেলে ওঠে*— বাল্মীকি রামকে দারুণ কর্তব্যনিষ্ঠ রূপে দেখাতে চান ভালো কথা, কিন্তু দু-দু বার সীতাকে নিগৃহীত করবার কী দরকার ছিল? শুধু রাবণবধের পর বা অযোধ্যায় ফিরে যাবার পর একবার সীতার পরীক্ষা দেখালেই কি যথেষ্ট হত না? এই আপত্তির একটা উত্তর দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান বাল্মীকি-*রামায়ণের* কত অংশ পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন উত্তরকাণ্ড। যুদ্ধকাণ্ডের শেষে *রামায়ণ*-মাহাত্ম্য আছে, তাতেই প্রমাণ হয় যে, মূল গ্রন্থ সেইখানেই সমাপ্ত। মহাভারতের অন্তর্গত রামোপাখ্যানে রাবণবধের পর রামের সীতা-প্রত্যাখ্যান ও সীতার শপথের বৃত্তান্ত আছে কিন্তু নির্বাসন আর পাতালপ্রবেশ নেই। অতএব বাল্মীকি দু বার নিষ্ঠুরতা করেননি, কঠোর রাজধর্মের আদর্শ দেখাবার জন্য শুধু একবার সীতার অগ্নিপরীক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মূল কাব্য মিলনান্ত, অযোধ্যায় ফিরে যাবার পর রাম-সীতার আবার বিচ্ছেদ হয়েছিল, এমন কথা বাল্মীকি লেখেননি। সীতার বনবাস আর পাতালপ্রবেশের জন্য তিনি দায়ী নন।

A. Berriedale Keith তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লিখেছেন— 'Valmiki and those who improved on him, probably in the period 400—200 B.C., are clearly the legitimate ancestors of the court epic'। বাল্মীকির কাল যাই হোক, এ কথা নিশ্চিত যে মূল গ্রন্থে যিনি সীতার নির্বাসন প্রভৃতি জুড়ে দিয়েছেন, তিনিও অতি প্রাচীন এবং তাঁর কবিত্বও সামান্য নয়। তিনি মূল *রামায়ণ* 'improve' করবারই চেষ্টা করেছেন, নিজের স্বাতন্ত্র্য রাখেননি, তাঁর রচনা বাল্মীকির রচনার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে সমস্তই এখন বাল্মীকির নামে চলে। এই প্রক্ষেপকার্যে যত জনেরই হাত থাকুক আলোচনার সুবিধার জন্য যুদ্ধকাণ্ড-রচয়িতাকে 'পূর্বকবি' এবং উত্তরকাণ্ড-রচয়িতাকে 'উত্তরকবি' বলব।

পূর্বকবি অগ্নিপরীক্ষা করেই সীতাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, কিন্তু উত্তরকবি তাঁকে নির্বাসিত এবং পরিশেষে চিরবিচ্ছিন্ন করেছেন। এ কি নিষ্ঠুরতা না উৎকট আদর্শপ্রীতি? আমার মনে হয়, উত্তরকবির উদ্দেশ্য মহৎ, তিনি আপাতনিষ্ঠুর উপায়ে রাম ও সীতার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। পূর্বকবি অগ্নিপরীক্ষার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা উত্তরকবির মনঃপূত হয়নি, তিনি নিজের আদর্শ অনুসারে পুনর্বার সীতার পরীক্ষা বিবৃত করেছেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষার বৃত্তান্ত বোধ হয় কালিদাসেরও ভালো লাগেনি, তিনি রঘুবংশে শুধু এক লাইনে একটু উল্লেখ করেছেন কিন্তু নির্বাসন আর পাতালপ্রবেশের বিবরণ সবিস্তারে দিয়েছেন। বিধবা রাক্ষসীদের শাপের ফলেই রাম সীতাকে অশুভনয়নে দেখেছিলেন— এই কথা লিখে কৃত্তিবাস রামের দোষ খণ্ডন করেছেন। তুলসীদাস অগ্নিপরীক্ষার বিবরণ অতি সংক্ষেপে সেরেছেন এবং সীতার নির্বাসন ও পাতালপ্রবেশ একেবারে বাদ দিয়েছেন।

পূর্বকবির রচনা মিলনান্ত, কিন্তু তিনি অগ্নিপরীক্ষার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা আমাদের রুচিকে পীড়িত করে। রাবণবধের পর রাম সীতাকে ডাকিয়ে এনে অহংকৃত অভদ্র বাক্যে প্রত্যাখ্যান করলেন। ইক্ষ্বাকু বংশের মর্যাদারক্ষা এবং নিজের অপবাদের প্রতিষেধই তাঁর লক্ষ্য, সীতার দশা কী হবে তা তিনি ভাবলেন না। এ পর্যন্ত সীতার কোনও নিন্দা তাঁর কর্ণগোচর হয়নি, তথাপি তিনি আগে থাকতেই সীতাকে ত্যাগ করতে চান। তিনি নিজেও সন্দেহ করেন যে সীতার চরিত্র নষ্ট হয়েছে। রামের এই বিকার আমাদের কাছে নিতান্তই অরামোচিত বোধ হয়। তাঁর তুলনায় সীতা মহীয়সী রূপে বর্ণিত হয়েছেন, কিন্তু মনে হয় তিনিও শেষকালে একটু অস্বাভাবিকতা দেখিয়েছেন। অগ্নিপরীক্ষার পর সীতা তাঁর লাঞ্ছনা ভুলে গিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতন রামের কোলে বসে অযোধ্যাযাত্রা করলেন। তাঁর পতিভক্তি অপরিসীম, তাঁর সহিষ্ণুতা আর ক্ষমার পরিচয়ও রামায়ণে অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু এতটা অপমানের পর তাঁর মনে কি একটুও গ্লানি ছিল না? পূর্বকবি তার কিছুমাত্র আভাস দেননি।

মহাভারতে আছে, দ্রোণবধের পর অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, 'বালীবধের জন্য রামের যেমন অকীর্তি হয়েছে সেইরূপ দ্রোণবধের জন্য আপনার চিরস্থায়ী অকীর্তি হবে।' আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সীতাকে রাম যে কটুবাক্য বলেছেন, তার কোনও নিন্দা প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

উত্তরকবির বিবরণ শোকাবহ কিন্তু তাতে আমাদের মন রামের প্রতি বিমুখ হয় না। তিনি রাম-সীতার মহত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেই দেখাতে চেয়েছেন—

সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে কে দিয়েছে তাহার অধিক
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম,
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম।

উত্তরকবির রাম লোকনিন্দার তাড়নায় এবং তৎকালীন আদর্শ অনুসারে প্রজানুরঞ্জক রাজার কর্তব্যবোধে অতি দুঃখে সীতাকে ত্যাগ করেছেন। স্বামীর অপযশ নিবারণের জন্য সীতা তাঁর নির্বাসন মেনে নিলেন, কোনও ভর্ৎসনা করলেন না। বহু বৎসর পরে অশ্বমেধ যজ্ঞের সভায় রামের অনুরোধে তিনি সকলের সমক্ষে শপথও করলেন। কিন্তু এবারে তিনি স্বাতন্ত্র্য আর আত্মসম্মান বিসর্জন দিলেন না, একান্ত পতিব্রতা হয়েও পুনর্মিলন কামনা করলেন না। হয়তো তাঁর অন্তরে গূঢ় অভিমান ছিল, অযোধ্যার যে প্রজাবর্গ তাঁর দুঃখের মূল তাদের রাজমহিষী হতেও তাঁর ঘৃণা ছিল। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন— আমি নিজের অপবাদ খণ্ডন করে স্বামীর যশ গ্লানিমুক্ত করছি, তাঁর বংশধর দুই পুত্রকে কিশোর বয়স পর্যন্ত পালন করে দিয়ে যাচ্ছি, ভার্যার কাছে যা প্রাপ্য তা তিনি পেয়েছেন, আর আমার থাকবার প্রয়োজন কী? উত্তরকবি এসব কিছুই বলেননি, তথাপি আমরা এই সর্বংসহা ধরণীতনয়ার মনোভাব কল্পনা করতে পারি।

এই পুস্তক সম্পাদনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট অনেক উপদেশ পেয়েছি। দ্বিতীয় সংস্করণের শোধনে ও মুদ্রণে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য কাব্যসাংখ্যপুরাণতীর্থ মহাশয় নানাপ্রকারে সাহায্য করেছেন। এঁদের ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি।

উদ্ধৃত অংশগুলোর শেষে যে সর্গ ও শ্লোক-সংখ্যা দেওয়া আছে তা বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত *বাল্মীকি-রামায়ণের* অনুযায়ী।

রাজশেখর বসু

সূচি

বালকাণ্ড ১৩
অযোধ্যাকাণ্ড ৬৯
অরণ্যকাণ্ড ১৪১
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৮৯
সুন্দরকাণ্ড ২৩৫
যুদ্ধকাণ্ড ২৭৯
উত্তরকাণ্ড ৩৫৩

বালকাণ্ড

১। নারদ-বাল্মীকি সংবাদ

[সর্গ ১]

বেদজ্ঞ তপস্বী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নারদকে মুনিবর বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করলেন, সম্প্রতি পৃথিবীতে কে আছেন যিনি গুণবান, বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত; যিনি সচ্চরিত্র, সর্বভূতের হিতকারী, বিদ্বান, কর্তব্যপালনে সমর্থ এবং অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন; যিনি আত্মসংযমী, কান্তিমান, জিতক্রোধ ও অসূয়াশূন্য? কাকে রণস্থলে রুষ্ট দেখলে দেবতারাও ভয় পান?

বাল্মীকির প্রশ্ন শুনে ত্রিলোকজ্ঞ নারদ হৃষ্ট হয়ে উত্তর দিলেন, তুমি যে বহু গুণের কথা বললে একাধারে তার মিলন দুর্লভ। যা হোক, আমি মনে করে বলছি শোন। ইক্ষ্বাকুবংশজাত রাম নামে বিখ্যাত এক রাজা আছেন। তিনি সংযতচিত্ত, মহাবীর, কান্তিমান, ধীরস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ, বাগ্মী ও শত্রুনাশক। তাঁর স্কন্ধদেশ স্থূল, গ্রীবা কম্বুতুল্য রেখান্বিত, হনু সুস্পষ্ট, বক্ষ বিশাল। তিনি অরিগণের দময়িতা। তাঁর বাহু আজানুলম্বিত, মস্তক ও ললাট সুগঠিত, বীরোচিত। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুষম ও সুবিন্যস্ত, বর্ণ স্নিগ্ধ। তিনি আয়তনেত্র, প্রতাপশালী, লক্ষ্মীবান ও শুভলক্ষণযুক্ত। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যসন্ধ, প্রজাগণের হিতে রত, যশস্বী, জ্ঞানী, শুদ্ধাচার, বিনীতস্বভাব এবং স্থিরচিত্ত। তিনি সর্বগুণান্বিত, কৌশল্যার আনন্দবর্ধন, গাম্ভীর্যে সমুদ্রতুল্য, ধৈর্যে হিমালয়তুল্য।

তার পর নারদ রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন, দশরথের মৃত্যু, রামের দণ্ডকারণ্যে বাস, জনস্থানে শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, রামের সঙ্গে হনুমান ও সুগ্রীবের মিলন, বালীবধ, সীতার অন্বেষণে বানরগণের চতুর্দিকে যাত্রা, সীতার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ, সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন, রামের সসৈন্যে লঙ্কায় প্রবেশ ও রাবণবধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন এবং রাজ্যগ্রহণ পর্যন্ত ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে পরিশেষে ভবিষ্যদুক্তি করলেন।

প্রহৃষ্টমুদিতো লোকস্তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্মিকঃ।
নিরাময়ো হ্যরোগশ্চ দুর্ভিক্ষভয়বর্জিতঃ॥
ন পুত্রমরণং কেচিদ্ দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ ক্বচিৎ।
নার্যশ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ॥ (১।৯০-৯১)
রাজবংশান্ শতগুণান্ স্থাপয়িষ্যতি রাঘবঃ।
চাতুর্বর্ণ্যং চ লোকেঽস্মিন্ স্বে স্বে ধর্মে নিযোক্ষ্যতি॥
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি॥
ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
যঃ পঠেদ্ রামচরিতং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন *রামায়ণং* নরঃ।
সপুত্রপৌত্রঃ সগণঃ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে॥ (১।৯৭-৯৯)

—রামরাজ্যে লোকে আনন্দিত, সন্তুষ্ট, পুষ্ট, ধর্মপরায়ণ, নিরাময়,[1] নীরোগ, এবং দুর্ভিক্ষভয়শূন্য হবে। কোনও পুরুষ কখনও পুত্রের মরণ দেখবে না, নারীগণ নিত্য অবিধবা থাকবে এবং পতিব্রতা হবে। রামচন্দ্র অনেক রাজবংশ স্থাপিত করবেন এবং এই পৃথিবীতে চতুর্বর্ণের প্রজাকে নিজ নিজ ধর্মে নিযুক্ত রাখবেন। এগার হাজার বৎসর রাজত্ব করে রাম ব্রহ্মালোকে প্রস্থান করবেন।[2] এই পবিত্র পাপনাশক পুণ্যজনক বেদতুল্য রামচরিত যে পাঠ করে সে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়। এই আয়ুবৃদ্ধিকর *রামায়ণ*-আখ্যান পাঠ করলে লোকে মৃত্যুর পর পুত্র পৌত্র ও স্বজনবর্গের সঙ্গে স্বর্গে সুখভোগ করে।

২। ক্রৌঞ্চবধ– বাল্মীকির প্রতি ব্রহ্মার আদেশ

[সর্গ ২]

নারদ দেবলোকে চলে যাবার পর বাল্মীকি জাহ্নবীর নিকটস্থ তমসা নদীর তীরে এলেন এবং পার্শ্ববর্তী শিষ্য ভরদ্বাজকে বললেন,

অকর্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময়।
রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সম্মনুষ্যমনো যথা॥
ন্যস্যতাং কলসস্তাত দীয়তাং বল্কলং মম।
ইদমেবাবগাহিষ্যে তমসাতীর্থমুত্তমম্॥ (২।৫-৬)

১ মনঃপীড়াশূন্য।
২ নারদের এই বিবরণে সীতার বনবাস প্রভৃতির উল্লেখ নেই।

—ভরদ্বাজ, দেখ এই তীর্থ[৩] কেমন কর্দমশূন্য রমণীয়, এর জল সচ্চরিত্র মনুষ্যের মনের তুল্য স্বচ্ছ। বৎস, তুমি কলস রেখে আমার বল্কল দাও, আমি এই উত্তম তমসা-তীর্থে অবগাহন করব।

বাল্মীকি শিষ্যের হাত থেকে বল্কল নিয়ে চারিদিকের নিবিড় বন দেখতে দেখতে বিচরণ করতে লাগলেন। সেই বনের নিকটে এক কলকণ্ঠ ক্রৌঞ্চ[৪] মিথুন বিহার করছিল, এমন সময় এক ব্যাধ এসে ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করল।

তং শোণিতপরীতাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
ভার্যা তু নিহতং দৃষ্ট্বা রুরাব করুণাং গিরম্ ॥
বিযুক্তা পতিনা তেন দ্বিজেন সহচারিণা।
তাম্রশীর্ষেণ মত্তেন পত্রিনা সহিতেন বৈ ॥ (২। ১১-১২)

—ক্রৌঞ্চ নিহত হয়ে শোণিতাক্ত দেহে ভূতলে ছটফট করছে দেখে তার ভার্যা (ক্রৌঞ্চী) সেই সহচর তাম্রশীর্ষ[৫] কামোন্মত্ত বিস্তৃতপক্ষ সঙ্গমরত পক্ষীর বিচ্ছেদে করুণস্বরে রোদন করতে লাগল।

ক্রৌঞ্চকে নিহত দেখে এবং ক্রৌঞ্চীর করুণ রোদন শুনে ধর্মাত্মা বাল্মীকির মনে দয়ার সঞ্চার হল। ব্যাধের এই কার্য নিতান্ত অধর্মজনক জ্ঞান করে তিনি বললেন,

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥ (২। ১৫)

—নিষাদ, তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করবি না[৬], কারণ তুই ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একটিকে কামমোহিত অবস্থায় বধ করেছিস।

বাল্মীকি এই অভিশাপ দিয়ে বার বার ভাবতে লাগলেন, আমি এই ক্রৌঞ্চের শোকে আকুল হয়ে কী বললাম! তিনি শিষ্য ভরদ্বাজকে বললেন,

পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা ॥ (২। ১৮)

---

৩ তীর্থের এক অর্থ ঘাট।
৪ কোঁচ বক।
৫ যার মাথায় লাল ঝুঁটি।
৬ অর্থাৎ চিরকাল পতিত থাকবি।

—এই যে চরণবদ্ধ সমান অক্ষরবিশিষ্ট তন্ত্রীলয়ে[৭] গানের যোগ্য বাক্য আমার শোকাবেগে উৎপন্ন হয়েছে, তা নিশ্চয় শ্লোক[৮] নামে খ্যাত হবে।

ভরদ্বাজ গুরুদেবের এই কথা শুনে প্রীতমনে অনুমোদন করলেন এবং বাল্মীকিও তাতে সন্তুষ্ট হলেন। তার পর তমসায় স্নান করে সেই শ্লোকোৎপত্তির বিষয় ভাবতে ভাবতে আশ্রমে ফিরে গেলেন। শিষ্য ভরদ্বাজও জলপূর্ণ কলস নিয়ে তাঁর অনুগমন করলেন। বাল্মীকি আশ্রমে এসে আসনে উপবিষ্ট হয়ে শিষ্যের সঙ্গে নানা কথা বলছেন এবং মাঝে মাঝে সেই শ্লোকের কথা ভাবছেন, এমন সময় স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা সেখানে আগমন করলেন। বাল্মীকি গাত্রোত্থান করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে রইলেন, তার পর পাদ্য অর্ঘ্য আসন প্রভৃতি দিয়ে পূজা করে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। ভগবান ব্রহ্মা আসনে উপবিষ্ট হয়ে কুশলপ্রশ্ন করে বাল্মীকিকে বসতে বললেন। বাল্মীকি তখনও ভাবছিলেন, পাপাত্মা নিষ্ঠুর ব্যাধ সেই কলকণ্ঠ ক্রৌঞ্চকে বধ করে কী কুকার্য করেছে! তিনি ক্রৌঞ্চীর দুঃখে শোকার্ত হয়ে মনে মনে পূর্বোক্ত শ্লোকটি আবৃত্তি করতে লাগলেন।

তখন ব্রহ্মা সহাস্যে বাল্মীকিকে বললেন, তোমার এই ছন্দোবদ্ধ বাক্য শ্লোক নামেই খ্যাত হবে তাতে সংশয় নেই, আমার ইচ্ছাবশেই তোমার মুখ দিয়ে এই বাণী নির্গত হয়েছে। এখন তুমি সমগ্র রামচরিত রচনা কর। তুমি নারদের কাছে যেমন শুনেছ তদনুসারে রাম লক্ষ্মণ সীতা ও রাক্ষসদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন কর।—

> তচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
> ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি ॥ (২।৩৫)
> যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
> তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥
> যাবদ্ রামস্য চ কথা ত্বৎকৃতা প্রচরিষ্যতি।
> তাবদূর্ধ্বমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি ॥ (২।৩৬-৩৮)

—যা অবিদিত আছে সে সমস্তও তোমার বিদিত হবে, তোমার এই কাব্যে কোনও বাক্য মিথ্যা হবে না। যত কাল ভূতলে গিরি নদী সকল অবস্থান করবে, তত কাল *রামায়ণ*কথা লোকসমাজে প্রচারিত থাকবে। যত কাল

৭ বীণাদি যন্ত্রের সহযোগে।

৮ শ্লোকের এক অর্থ কীর্তি; মে শ্লোকো ভবতু– আমার যশস্কর হোক, এই অর্থও সূচিত হচ্ছে।

তোমার রচিত রামের আখ্যান প্রচারিত থাকবে তত কাল তুমিও আমার জগতের ঊর্ধ্ব ও অধোলোকে বাস করবে[৯]।

ব্রহ্মা এই বলে অন্তর্ধান করলেন।

৩। রামায়ণরচনা– কুশ ও লবের *রামায়ণ*গান

[সর্গ ৩-৪]

রামের ইতিবৃত্ত যথার্থরূপে জানবার জন্য বাল্মীকি যোগাসনে উপবিষ্ট হলেন এবং সমস্ত ঘটনা করতলস্থ আমলকের ন্যায় দেখতে পেলেন। তার পর তিনি বিচিত্র পদ ও অর্থযুক্ত সমগ্র রামচরিত রচনা করলেন।

> চতুর্বিংশ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান ঋষিঃ।
> তথা সর্গশতান্ পঞ্চ ষট্‌কাণ্ডানি তথোত্তরম্ ॥ (৪।২)

—বাল্মীকি ঋষি চব্বিশ হাজার শ্লোক, পাঁচশো সর্গ[১০] এবং ছ কাণ্ড, তথা উত্তরকাণ্ড রচনা করেছিলেন।

*রামায়ণ*রচনা সম্পূর্ণ করে বাল্মীকি ভাবছিলেন এর প্রচার কী উপায়ে হবে, এমন সময় মুনিবেশধারী রাজকুমার কুশ ও লব এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। এই দুই ভ্রাতাকে সুকণ্ঠ ও মেধাবী দেখে মহর্ষি স্বকৃত সমগ্র *রামায়ণ* তাঁদের শেখাতে লাগলেন।

> পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
> জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ॥
> রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ।
> বীরাদিভীরসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদায়তাম্ ॥
> তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ স্থানমূর্ছনকোবিদৌ।
> ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গন্ধর্বাবিব রূপিণৌ ॥
> রূপলক্ষণসম্পন্নৌ মধুরস্বরভাষিণৌ ॥
> বিশ্বাদিবোত্থিতৌ বিম্বৌ রামদেহাৎ তথাপরৌ ॥ (৪।৮-১১)

---

৯ অর্থাৎ তোমার কীর্তি জগতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

১০ প্রচলিত বাল্মীকি-রামায়ণের প্রথম ছ কাণ্ডে শ্লোক ও সর্গের সংখ্যা আরও বেশি। উত্তরকাণ্ডের পৃথক উল্লেখ লক্ষণীয়।

—পাঠে ও গানে মধুর, দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত এই তিন মানে এবং ষড়জ ঋষভ প্রভৃতি সপ্ত স্বরে বীণাদি তন্ত্রীবাদ্যের সমলয়ে গানের যোগ্য এবং শৃঙ্গার করুণ হাস্য রৌদ্র ভয়ানক বীর প্রভৃতি রস সমন্বিত এই কাব্য তাঁরা গাইতে লাগলেন। সেই দুই ভ্রাতা গান্ধর্ববিদ্যা এবং স্বরের উচ্চারণস্থান ও মূর্ছনায় অভিজ্ঞ, তাঁদের কণ্ঠস্বর সুমধুর, তাঁরা গন্ধর্বের তুল্যই সুন্দর এবং রূপলক্ষণসম্পন্ন। বিম্ব[১১] থেকে উৎপন্ন বিশ্বের ন্যায় তাঁরাও রামদেহ থেকে উৎপন্ন অপর দুই রাম।

কুশ ও লবের *রামায়ণ*গান শুনে মুনিগণের পরম বিস্ময় উপস্থিত হল, তাঁরা বাষ্পাকুলনেত্রে প্রীতমনে সাধু সাধু বলতে লাগলেন। কুশ ও লব ভাবসমন্বিত হয়ে অতি মধুর কণ্ঠে গাইতে লাগলেন। উপস্থিত ঋষিদের মধ্যে কেউ দুই ভ্রাতাকে কলস পুরস্কার দিলেন। কোনও মুনি প্রসন্ন হয়ে বল্কল দিলেন, অন্য মুনি কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম, আর একজন যজ্ঞসূত্র দিলেন। কেউ কমণ্ডলু দিলেন, কেউ মুঞ্জ তৃণের মেখলা, আর একজন আসন, এবং অন্য একজন কৌপীন দিলেন।

কুশ ও লব *রামায়ণ* গান করে সর্বত্র প্রশংসা পেতে লাগলেন। একদা তাঁরা অযোধ্যার রাজপথে গান করছেন এমন সময় রাজা রামচন্দ্র তাঁদের দেখে সাদরে স্বভবনে নিয়ে গেলেন।

ততস্তু তৌ রামবচঃপ্রচোদিতা-
বগায়তাং মার্গবিধানসংপদা।
স চাপি রামঃ পরিষদ্‌গতঃ শনৈ-
বুভূষয়াসক্তমনা বভূব হ ॥ (৪।৩৬)

—তার পর তাঁরা রামের আজ্ঞায় মার্গবিধান[১২] অনুসারে গাইতে লাগলেন। সভায়[১৩] আসীন রামচন্দ্রও আনন্দ উপভোগের ইচ্ছায় গীত শ্রবণে উত্তরোত্তর আসক্ত হলেন।

---

১১ জলাদিতে যেমন সূর্যবিম্বের অনুরূপ বিম্ব উৎপন্ন হয়।

১২ সংগীতের পদ্ধতিবিশেষ যাতে সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দ অবলম্বিত হয়।

১৩ উত্তরকাণ্ডের ত্রিংশ পরিচ্ছেদে আছে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের সভায় *রামায়ণ*গান শুনেছিলেন।

৪ । অযোধ্যা-রাজা দশরথ

[সর্গ ৫-৭]

কুশ ও লব এইরূপে *রামায়ণ*গান আরম্ভ করলেন ।—

যাঁদের বংশে সগর রাজা জন্মেছিলেন, যাঁর গমনকালে ষাট হাজার পুত্র অনুগমন করতেন, যিনি সাগর খনন করিয়েছিলেন, সেই ইক্ষ্বাকুগণের বংশ এই রামায়ণে কীর্তিত হয়েছে । আমরা ধর্ম-কাম-অর্থ (ত্রিবর্গ) সাধক এই আখ্যান আদ্যন্ত গান করব, আপনারা অসূয়াশূন্য হয়ে শুনুন ।

সরযূতীরে কোশল নামে এক আনন্দময় সমৃদ্ধিশালী প্রচুর ধনধান্যসম্পন্ন বৃহৎ জনপদ আছে । তার নগরী লোকবিশ্রুতা অযোধ্যা; স্বয়ং মানবেন্দ্র মনু এই পুরী নির্মাণ করেছিলেন । এই সুদৃশ্য মহানগরী দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ, তিন যোজন বিস্তৃত এবং প্রশস্ত মহাপথ[১৪] ও রাজমার্গে[১৫] সুবিভক্ত । এই সকল পথ বিকশিত পুষ্পে অলংকৃত এবং নিত্য জলসিক্ত । রাজা দশরথ অমরাবতীতে ইন্দ্রের ন্যায় অযোধ্যায় বাস করতেন । এই নগরীতে কপাট ও তোরণ এবং বিপণিসমূহ উপযুক্ত ব্যবধানে স্থাপিত আছে । সর্বপ্রকার যুদ্ধযন্ত্র এবং আয়ুধ সংগৃহীত আছে এবং বহুজাতীয় শিল্পী সূত[১৬] ও মাগধ[১৭] সেখানে বাস করেন । এই শ্রীসম্পন্ন অতুলপ্রভান্বিত পুরী উচ্চ অট্টালিকা ও ধ্বজসমূহে শোভিত এবং শত শতঘ্নী দ্বারা সংরক্ষিত । বহু স্থানে পুরনারীদের জন্য নাট্যশালা, উদ্যান ও আম্রবন আছে এবং চতুর্দিক শালবনে বেষ্টিত । দুর্গম গভীর পরিখা থাকায় সেখানে অন্যের প্রবেশ দুঃসাধ্য । অশ্ব হস্তী গো উষ্ট্র ও গর্দভ প্রচুর আছে । বহু সামন্তরাজ কর দেবার জন্য সেখানে আসেন এবং নানা দেশের অধিবাসী বণিগ্‌বৃন্দ অযোধ্যার শোভা বর্ধন করে ।

সেই অযোধ্যায় বেদজ্ঞ দূরদর্শী মহাতেজা প্রজাগণের প্রিয় রাজা দশরথ রাজত্ব করতেন । সেখানকার লোকেরা আনন্দিত, ধর্মপরায়ণ, শাস্ত্রজ্ঞ, নিজ নিজ সম্পত্তিতে তুষ্ট, নির্লোভ ও সত্যবাদী ছিল । অযোধ্যায় কামাসক্ত, নীচপ্রকৃতি বা নৃশংস পুরুষ, অথবা অবিদ্বান বা নাস্তিক দেখা যেত না । এমন লোক ছিল না যে কুণ্ডল মুকুট ও মাল্য ধারণ করে না, যার দেহ অপরিষ্কৃত, যে চন্দনাদি লেপন করে না, যার অঙ্গ সুবাসিত নয় এবং যার ভোগের অভাব

---

১৪ নগরের বহির্দেশের পথ, trunk road ।

১৫ নগরের ভিতরের পথ ।

১৬ স্তুতিপাঠক ।

১৭ বংশাবলিকথক, ভাট ।